উন্নয়নের রোল মডেল, আমার বাংলাদেশ

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন বিষয়ক বার্তা / ম্যাসেজ সংকলন

৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ

সম্পাদনায়: মোঃ আব্দুল হান্নান
সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান)

[ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতারের

প্রতিটি পালায় ট্রাফিক ম্যাসেজ-এর সাথে প্রচারিত হবে]

সূচীপত্র

১। সাধারণ বিষয়াবলী.....৩
২। উন্নয়নশীল দেশে উত্তোরণ.....৬
৩। শিক্ষাখাতে অর্জন.....৭
৪। স্বাস্থ্যসেবায় সাফল্য.....৮
৫। নারী ও শিশু উন্নয়নে অর্জন.....৯
৬। নারীর ক্ষমতায়নে অর্জন.....৯
৭। ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন.....১০
৮। কৃষিতে কৃতিত্ব এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন.....১২
৯। প্রবাসী শ্রমিকদের উন্নয়নে অর্জন.....১৩
১০। জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশ.....১৪
১১। বিদ্যুৎখাতে সাফল্য.....১৪
১২। শিল্প ও বাণিজ্য খাতে অর্জন.....১৪
১৩। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বাংলাদেশের অর্জন.....১৫
১৪। যোগাযোগ ব্যবস্থা.....১৫
১৫। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে নিরাপদ সড়ক ও মহাসড়কের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় নির্দেশনা.....১৬

উন্নয়নের রোল মডেল, আমার বাংলাদেশ

১। সাধারণ বিষয়াবলী

- ২০০৫-০৬ অর্থবছরে জিডিপি ছিলো ৭২ বিলিয়ন ডলারেরও কম এবং ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ১০২ বিলিয়ন ডলার, ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জিডিপির আকার ২৭৪ বিলিয়ন ডলার।

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে চূড়ান্ত হিসাবে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭.৮৬ শতাংশ। অঙ্কে এর আকার ছিল ২২ লাখ ৫০৪ হাজার ৭৯৩ কোটি টাকা।

- ২০০৫-০৬ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটের আকার ছিল ৬১ হাজার ৫৮ কোটি টাকা, যা চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সাড়ে চার গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

- ২০০৫-০৬ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ছিল মাত্র ২৪ হাজার ৫শত কোটি টাকা, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১ লাখ ৭৩ হাজার কোটি টাকা হয়েছে।

- ২০০০ সালে দেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪৮.৯ শতাংশ। দেশে এখন দারিদ্র্যের হার ২১.৮ শতাংশ।

- সরকার ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেছে। এতে প্রায় এক কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

- গত ১০ বছরে সরকারের উদ্যোগে এক লাখ ৮২ হাজার ৭৫৬ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। আর ২০১০ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সাত বছরে দেশে ৬৩ লাখ মানুষের নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে, বিদেশে গেছে ৫১ লাখ।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ইউনেস্কোর ‘ঐতিহাসিক দলিল’ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ এক অনন্য উচ্চতার শিখরে আরোহণ: ৭ মার্চের ভাষণ এখন সমগ্র বিশ্বের।

- দুই প্রতিবেশী ভারত ও মিয়ানমারের বিপক্ষে সমুদ্রবিজয় নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ। বঙ্গোপসাগরে এক লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটারের বেশি টেরিটরিয়াল সমুদ্র, ২০০ নটিক্যাল মাইল এলাকায় একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপান এলাকার প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

- বাংলাদেশ এখন এক লাখ ১৩ হাজার কোটি টাকা খরচ করে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করছে। গত ৩০ নভেম্বর বিশ্বের ৩১টি পারমাণবিক শক্তিধর দেশের তালিকায় যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ।

- বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসেবে নিজস্ব স্যাটেলাইটের মালিক এখন আমরা। এ স্যাটেলাইট দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ মূলত মোটাদাগে তিন ধরনের সুফল পাবে। প্রথমত, এ স্যাটেলাইটের সমতা বিক্রি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় ও সাশ্রয়। দ্বিতীয়ত, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ইন্টারনেট ও টেলিযোগাযোগ সেবার সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে। তৃতীয়ত, দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবিলা ও ব্যবস্থাপনায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে এ স্যাটেলাইট।

২। উন্নয়নশীল দেশে উত্তোরণ

বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তোরণ ঘটেছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নীতি সংক্রান্ত কমিটি (সিডিপি) গত ১৫ মার্চ/ ২০১৮ এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়। এলডিসি ক্যাটাগরি থেকে উত্তরণের জন্য মাথাপিছু আয়, মানব সম্পদ সূচক এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক এ তিনটি সূচকের যে কোন দুটি অর্জনের শর্ত থাকলেও বাংলাদেশ তিনটি সূচকের মানদন্ডেই উন্নীত হয়েছে।

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের (ইকোসক) মানদন্ড অনুযায়ী এক্ষেত্রে একটি দেশের মাথাপিছু আয় হতে হবে কমপক্ষে ১২৩০ মার্কিন ডলার, বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় তার থেকে অনেক বেশি অর্থাৎ ১৭৫১ মার্কিন ডলার। মানবসম্পদ সূচকে ৬৬ প্রয়োজন হলেও বাংলাদেশ অর্জন করেছে ৭২ দমমিক ৯। অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক হতে হবে ৩২ ভাগ বা এর কম যেখানে বাংলাদেশের রয়েছে ২৪ দশমিক ৮ ভাগ।

৩। শিক্ষাখাতে অর্জন

- বছরের প্রথম দিনে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সাড়ে চার কোটি ছাত্রছাত্রীর মাঝে বিনামূল্যে ৩৫ কোটি ৪২ লাখ কপি বই বিতরণ করা হয়েছে।
- নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নেবার জন্য প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত চালু করা হয়েছে উপবৃত্তি ব্যবস্থা।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের ভর্তির হার ও উপস্থিতি বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ ও প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তির হার বৃদ্ধি করতে প্রায় ১ কোটি ৪০ লাখ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।
- বর্তমান প্রায় ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নতুন করে জাতীয়করণ করেছে। এক লাখেরও বেশি সংখ্যক শিক্ষকের চাকরি সরকারীকরণ করা হয়েছে।
- দারিদ্রপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্পের আওতায় ৯৩টি উপজেলার ১৫৭০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩০ লক্ষ ৭৫৮ জন শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৭৫ গ্রাম ওজন বিশিষ্ট প্যাকেট বিস্কুট সরবরাহ করা হচ্ছে।
- ২০০৭ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিশুর শতকরা হার ছিল ৯১.১, বর্তমানে তা উন্নীত হয়েছে শতকরা ৯৭.৯ ভাগে।
- ২০০৭ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার শতকরা হার ছিল ৫০.৫, বর্তমানে তা কমে হয়েছে শতকরা ১৯.২ ভাগে।
- শিক্ষার সুবিধাবঞ্চিত গরিব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে “শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ প্রণয়ন করে গঠন করা হয়েছে "শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট” । এর আওতায় ২০১৭ সালে ৭,৪৬,১৯২ জন স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

৪। স্বাস্থ্যসেবায় সাফল্য

- ২০১৭ সালের হিসাব অনুযায়ী গড় আয়ু বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭২ বছর।
- বর্তমানে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির (ইপিআই) আওতায় টিকা প্রাপ্তির হার শতকরা ৮৬.৫ ভাগ, ২০১১ সালে টিকা প্রাপ্তির হার ছিল শতকরা ৮২.৯ভাগ।
- তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র মানুষদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে প্রায় ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে বিনামূল্যে ৩০ ধরনের ওষুধ বিতরণ করা হচ্ছে। মা ও শিশুদের জন্য গ্রামাঞ্চলে পরিচালিত হচ্ছে ৩০,০০০ স্যাটেলাইট ক্লিনিক।
- মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার এবং জন্মহার হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। মাতৃমৃত্যুর হার কমে প্রতি হাজারে ১.৮১ এবং নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ২৪ জন।
- স্বাস্থ্য সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবার লক্ষ্যকে সামনে রেখে নির্মাণ করা হয়েছে নতুন ১২টি মেডিকেল কলেজ, নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ৪৭ হাজারেও বেশি জনশক্তি।
- অটিজম রোগের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেশের ২২টি সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। প্রায় ৫০০,০০০ অটিস্টিক শিশুকে বিনামূল্যে ৩২০ টি সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- দেশের বার্ষিক চাহিদার ৯৭ ভাগ ওষুধ দেশেই তৈরি হয় এবং বাংলাদেশের তৈরি ওষুধ বিশ্বের প্রায় ১৫০টি দেশে রপ্তানি হয়।

৫। নারী ও শিশু উন্নয়নে অর্জন

- প্রযুক্তি জগতে নারীদের প্রবেশকে সহজ করতে ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্রের মতো ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্যসেবায় উদ্যোক্তা হিসেবে একজন পুরুষের পাশাপাশি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে একজন নারী উদ্যোক্তাকে।

- দেশব্যাপী নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সেবাপ্রাপ্তির সুবিধার্থে ৪০ টি জেলা সদর হাসপাতাল এবং ২০ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মোট ৬০টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল স্থাপন করা হয়েছে। দুঃস্থ, এতিম, অসহায় পথ-শিশুদের সার্বিক বিকাশের জন্য স্থাপন করা হয়েছে ১৫টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র।

৬। নারীর ক্ষমতায়নে অর্জন

- পোশাকশিল্পে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ দেশ। আর এই শিল্পের সিংহভাগ কর্মী হচ্ছে নারী।
- ক্ষুদ্রঋণ বাংলাদেশে গ্রামীণ উন্নয়নে ও নারীর ক্ষমতায়নে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছে। আর ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে ৮০% এর উপর নারী।

- বিবিএসের দেওয়া তথ্য মতে, কৃষি খাতে পাঁচ বছর আগে একজন নারীর দৈনিক মজুরি ছিল মাত্র ১৯৫ টাকা। সেটি এখন ২৭০ টাকা।

- পাঁচ বছর আগেও দেশে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ছিল এক কোটি ৬০ লাখ। সেটি বেড়ে এখন এক কোটি ৮৩ লাখ।

- ২০১০ সালে পরিবারভিত্তিক বিনা বেতনে কাজ করত ৯১ লাখ নারী। সেটি এখন কমে দাঁড়িয়েছে ৮৪ লাখে। দেশে এখন কর্মজীবী মানুষের সংখ্যা ছয় কোটি ১৪ লাখ। এর মধ্যে পুরুষ চার কোটি ৩১ লাখ আর নারী এক কোটি ৮৩ লাখ।

৭। ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন

- জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং সরকারি দপ্তর থেকে প্রদেয় সেবাসমূহ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে দেশের সকল ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ, অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়সহ প্রায় পঁচিশ হাজার সরকারি দপ্তরের ওয়েব সাইটের একটি সমন্বিত **জাতীয় তথ্য বাতায়ন বা** ওয়েব পোর্টাল বানানো হয়েছে।

- নাগরিকের জরুরি প্রয়োজনে সম্পূর্ণ টোল ফ্রি ভাবে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস প্রদান করার জন্য চালু হয়েছে ৯৯৯ জরুরি সেবা। সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘন্টা চালু রয়েছে এই সেবা।

- দুর্নীতি রোধে সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করতে ও ভুক্তভোগীদের পাশে তাৎক্ষণিকভাবে দাঁড়াতে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) হটলাইন নম্বর '১০৬' চালু করেছে। ২৪ ঘণ্টাই এই নম্বরে চার্জ ছাড়া কল করে সরাসরি অভিযোগ দেয়া যাবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনসাধারণ আইনি পরামর্শও নিতে পারবেন।

- স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে সরাসরি ডাক্তারের পরামর্শ নিতে গ্রাহকগণ '১৬২৬৩'—এ নাম্বারে কল করতে পারেন। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াও সরকারী হাসপাতাল, ডাক্তারের তথ্য কিংবা স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক যে কোন তথ্য ও ফোন নাম্বার পাওয়া যাবে স্বাস্থ্য বাতায়নে। সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতাল বিষয়ক অভিযোগও করা যাবে ১৬২৬৩ এ নাম্বারে কল করে।

- মোবাইল বা ল্যান্ডলাইন থেকে বিনা খরচে ফোন করে নারী নির্যাতনের শিকার কোনও নারীকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে ১০৯ হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে। নির্যাতনের শিকার হলেই নয়, আশপাশের কাউকে নির্যাতনের শিকার হতে দেখলে বা শুনলেও সে তথ্যও জানানো যাবে এই নম্বরে।

- কৃষি বিষয়ক তথ্য সহায়ক কল সেন্টার ১৬১২৩ নাম্বারে কল করে কৃষকরা কৃষি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিষয়ে যে কোন সমস্যার তাৎক্ষণিক পরামর্শ পাবেন।

- দুর্যোগের আগাম বার্তা প্রদানের লক্ষ্যে ১০৯০ নাম্বার হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে। এ নাম্বারে ফোন করে আবহাওয়া ও দুর্যোগ বার্তা পাওয়া যাবে।

- দরিদ্র ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের বিনামূল্যে আইনী সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১৬৪৩০ নম্বর হেল্পলাইনটি চালু করা হয়েছে। আইন সেবার এ হেল্পলাইনে কল করে দুঃস্থ ও দরিদ্র ব্যক্তিগণ আইনী পরামর্শ ছাড়াও সরাসরি আইনী সহায়তাও পাবেন।

- দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সেবা পৌঁছে দেবার অভিপ্রায়ে দেশের ৫২৮৬ টি ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপন করা হয়েছে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার।

- দেশের সবক'টি উপজেলাকে আনা হয়েছে ইন্টারনেটের আওতায়। টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে বর্তমানে বাংলাদেশে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা ১৪ কোটি ৩১ লক্ষ ০৬ হাজার এবং ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ৮ কোটি ১ লক্ষ ৬৬ হাজার এ উন্নীত হয়েছে। সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ করতে চালু করা হয়েছে ই-পেমেন্ট ও মোবাইল ব্যাংকিং।

- ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) এর মাধ্যমে সরকারী ক্রয় প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পাদন করার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে।

৮। কৃষিতে কৃতিত্ব এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন

- কৃষিখাতে অভূতপূর্ব কিছু সাফল্যের জন্য বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ বারবার আলোচিত হয়েছে। প্রায় ১৬ কোটি জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশ বর্তমানে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে ধানের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন।

- কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণ নিশ্চিত করার জন্য কৃষক পরিবারকে ২ কোটি ৫ লাখ ৪৪ হাজার ২০৮টি কৃষি উপকরণ কার্ড বিতরণ করা হয়। সরকারের বিশেষ সুবিধায় কৃষি উপকরণ কার্ডের মাধ্যমে খোলা সচল ১০ টাকার ব্যাংক একাউন্টের সংখ্যা ৯২ লাখ ৩৭ হাজার ৯৯০টি। যার মাধ্যমে কৃষকগণ ফসল উৎপাদনের ঋণ এবং কৃষি উপকরণ সহায়তা পেয়ে থাকেন।

- প্রধানমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রীর সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম আবিষ্কার করেছেন পাটের জিনোম সিকুয়েন্সিং। সারা বিশ্বে আজ পর্যন্ত মাত্র ১৭ টি উদ্ভিদের জিনোম সিকুয়েন্সিং হয়েছে, তার মধ্যে ড. মাকসুদ করেছেন ৩টা। তাঁর এই অনন্য অর্জন বাংলাদেশের মানুষকে করেছে গর্বিত।

- পাট নিয়ে গবেষণায় সাফল্যের ফলে পাট থেকে তৈরি পণ্যের সংখ্যা এখন গিয়ে ২৩৭-এ পৌঁছেছে। যে কারণে দেশে চাহিদা বাড়ার পাশাপাশি রপ্তানিও প্রতিনিয়তই বাড়ছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে পাট খাতের রপ্তানি আয় ছিল ৪১ কোটি ৭৪ লাখ ডলার।চলতি বছর এ পর্যন্ত রপ্তানির পরিমাণ ৯১ কোটি ৯৫ লাখ ৮০ হাজার ডলার।

- চাল উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৪র্থ। শুধু তাই নয়, সবজিতে ৩য় ও আলুতে ৭ম অবস্থানে পৌছাতে সক্ষম হয়েছে। খাদ্যশস্য উৎপাদন বেড়েছে ৩০ দশমিক ৪৮ শতাংশ। মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে তৃতীয় অবস্থানে।

৯। প্রবাসী শ্রমিকদের উন্নয়নে অর্জন

- বর্তমানে বিশ্বের ১৫৭টি দেশে বাংলাদেশের ৮৬ লক্ষেরও অধিক শ্রমিক কর্মরত আছে। স্বল্প সুদে অভিবাসন ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন করে দেশের ৭টি বিভাগীয় শহরে এর শাখা স্থাপন করা হয়েছে। এই ব্যাংকের মাধ্যমে উল্লেখ যোগ্য পরিমান অর্থ অভিবাসন ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে।

- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সারাদেশে তৃণমূল পর্যায় থেকে বিদেশ গমনেচ্ছু জনগণকে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণকেও এ সেবা গ্রহণের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে হয়রানি ছাড়াই স্বল্প ব্যয়ে মালয়েশিয়াসহ অন্যান্য দেশগুলোতে শ্রমিকগণ যেতে পেরেছে।

১০। জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশ

- ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তি মিশনে যোগদানের পর এ পর্যন্ত বিশ্বের ৪০টি দেশের ৫৪ শান্তি মিশনে খ্যাতি ও সফলতার সাথে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ১১৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সর্বাগ্রে।

১১। বিদ্যুৎখাতে সাফল্য

- ২০০৯ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৪৯৪২ মেগাওয়াট, বর্তমানে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা **২০,০০০** মেগাওয়াট। বিদ্যুতের গ্রাহক সংখ্যা ৩ কোটি ০৩ লক্ষ, যার ফলে বিদ্যুতের সুবিধাভোগীর জনগোষ্ঠী ৯০ শতাংশ।

১২। শিল্প ও বাণিজ্য খাতে অর্জন

- বর্তমান সরকারের দূরদর্শী নেতৃত্বে, বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের পাশাপাশি প্রসার ঘটেছে আবাসন, জাহাজ, ঔষুধ, ও প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্য শিল্পের। বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের তালিকায় যোগ হয়েছে জাহাজ, ঔষুধ এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত খাদ্যসামগ্রী।

১৩। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বাংলাদেশের অর্জন

- হতদরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি বিস্তৃত করতে বয়স্ক, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা, অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃকালীন ভাতাসহ ভাতার হার ও আওতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০০৮-২০০৯ সালে এই খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ১৩ হাজার ৮৪৫ কোটি টাকা, বর্তমানে এ কার্যক্রমে বরাদ্দের পরিমাণ ২৫ হাজার ৩৭১ কোটি টাকা।
- একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীন, গৃহহীন ও কর্মহীন নারীরা সঞ্চয়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তায় পরিণত হয়ে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় সমিতি গঠিত হয়েছে ৭৭ হাজার ৩৩ টি, উপকারভোগী সদস্য পরিবার ৩৭ লক্ষ ৩১ হাজার, মোট তহবিল হয়েছে ৪৭৯৪ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা।
- দেশে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ২ লাখ গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। সুবিধাভোগীদের কেবল একটি করে ঘর করে দেয়া হয়নি, পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের চাহিদামতো কর্মমূখী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে পরিবার প্রতি ৩০ হাজার টাকা করে সুদমুক্ত ঋণও দেয়া হয়। এই ঋণ নিয়ে তারা আয়বর্ধক কর্মকান্ডে যুক্ত হয়ে নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন করছেন।

১৪। যোগাযোগ ব্যবস্থা

- নিজস্ব অর্থায়নে মুন্সীগঞ্জের মাওয়া থেকে শরীয়তপুরের জাজিরা পর্যন্ত ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ দেশের সবচেয়ে বড় অবকাঠামো পদ্মা সেতু প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। সেতুটি নির্মাণের কাজ শেষ হলে ঢাকার সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিমের ২১ জেলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে।

- রাজধানীর যোগাযোগব্যবস্থা নির্বিঘ্ন করতে উত্তরার দিয়াবাড়ী থেকে মতিঝিল পর্যন্ত প্রায় ২০ কিলোমিটার মেট্রো রেল স্থাপনের প্রকল্পের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। মেট্রো রেল চালু হলে দুই দিক থেকে ঘণ্টায় ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহন করা সম্ভব হবে এবং সময় লাগবে মাত্র ৩৭ মিনিট।
- রাজধানীর ঢাকার যানজট নিরসনে হাতে নেওয়া ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে তৈরির কাজ চলছে। রাজধানীর বিমানবন্দর থেকে কুড়িল, বনানী, মহাখালী, তেজগাঁও, মগবাজার, কমলাপুর ও সায়েদাবাদ হয়ে যাত্রাবাড়ীর কুতুবখালী পর্যন্ত যাবে এটি।

১৫। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে নিরাপদ সড়ক ও মহাসড়কের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় নির্দেশনা

- মহাসড়কে চলমান অবস্থায় গণপরিবহন যেমন বাস ও মিনিবাস এর দরজা বন্ধ রাখুন। বাস স্টপেজ ছাড়া যাত্রি উঠা-নামা করাবেন না।

- পরিবহন মালিক এবং চালকদের বলছি, গণপরিবহন যেমন বাস ও মিনিবাসে, দৃশ্যমান দুটি স্থানে চালক ও হেলপারের ছবিসহ নাম এবং চালকের লাইসেন্স নম্বর, মোবাইল নম্বর প্রদর্শন করার ব্যবস্থা নিন।

- জননিরাপত্তায় মটরসাইকেলে সর্বোচ্চ দুইজন আরোহী হবেন এবং প্রত্যেকে বাধ্যতামুলকভাবে হেলমেট ব্যবহার করুন।

- সকল সড়কে চলমান অবস্থায়, বিশেষত দূরপাল্লার বাসে, চালক ও যাত্রীর নিরাপত্তায় সিট বেল্ট ব্যবহার করুন। ইতোমধ্যে, এই বিষয়ে পরিবহন মালিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

- ঢাকা শহরের যেসকল স্থানে ফুটওভার ব্রিজ বা আন্ডারপাস রয়েছে, সেসকল স্থানের উভয়পাশে একশ মিটারের মধ্যে রাস্তা পারাপার সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। পথচারীবৃন্দ, আপনি যদি এ আইনটি মেনে থাকেন, তবে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নাগরিক হিসেবে ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রমের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই- আন্তরিক ধন্যবাদ। এরই মধ্যে ফুটওভার ব্রিজ বা আন্ডারপাসসমূহের পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় লাইট, সিসিটিভি ও আয়নার ব্যবস্থা করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।